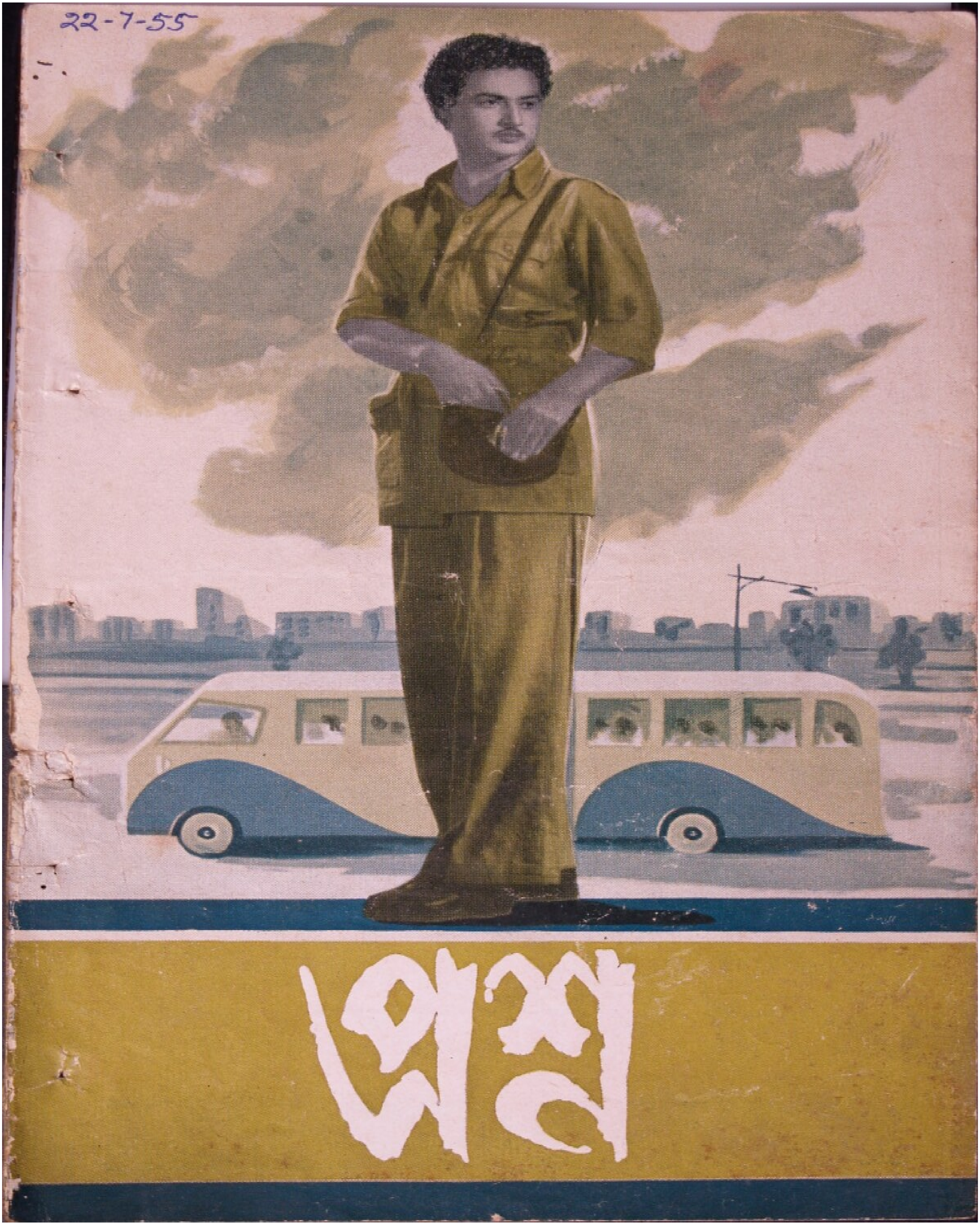

22-7-55

নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিমিটেড-এর

নবতম নিবেদন

★ প্রশ্ন ★

প্রযোজনা : সরোজ মুখার্জি

পরিচালনা : চন্দ্রশেখর বসু
কাহিনী, চিত্রনাট্য : সলিল সেন
চিত্র-গ্রহণ : বিভূতি চক্রবর্তী
শব্দ-গ্রহণ : সুশীল সরকার
সম্পাদনা : রবীন দাস
শিল্প-নির্দেশনা : সুনীল সরকার
পরিদর্শক : নারায়ণ ঘোষ
প্রচার-সচিব : দেবেন রায়

প্রধান কর্ম-সচিব : সমর ঘোষ
ব্যবস্থাপনা : সুখেন চক্রবর্তী
যন্ত্র সঙ্গীত : ববি ব্যাঙ্কস
ও সম্প্রদায়
নৃত্য-শিক্ষা : পিটার গোমেশ
দৃশ্য-নির্মাণ : পুলিন ঘোষ
পট-শিল্প : কবীন্দ্র দাশগুপ্ত
রূপ-সজ্জা : প্রমথ চন্দ

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও-তে গৃহীত
ও
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরী-তে পরিস্ফুটিত

●

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন * মোহরলাল দাঁ * শ্রীপতির সোনার দোকান

—চরিত্র-চিত্রণে—

অরুন্ধতী * শোভা * তপতী * পদ্মা * রেখা * রূপশ্রী
পাহাড়ী * ছবি * অসিত * বিকাশ
দীপক * অজিতপ্রকাশ • মাঃ বিভু
নবাগত প্রবীরকুমার

সন্তোষ সিংহ, জহর রায়, অজিত চ্যাটার্জি, নরেন চ্যাটার্জি, হরিধন, ছবি ঘোষাল, নরেশ বসু, রবি রায়, অমর বিশ্বাস, ধীরাজ দাস, রূপেন, ঋষি, শিবু, শ্যামল, অনিল মুখার্জি, দেবকুমার, শশী রায়, ডালিম, ভানু, সন্তোষ পাঠক, মানিক
ও আরও অনেকে

★ একমাত্র পরিবেশক : কণক ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড ★

কাহিনী

কলেজের বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীর সম্বর্দ্ধনা সভায় 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় দেখে, শেয়ারের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অনিরুদ্ধ রায়ের বি-এ অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হওয়া ছেলে অজয়, বিখ্যাত ধনী মিঃ মিত্রের একমাত্র মেয়ে সুমিত্রাকে নিছক খেয়াল বশেই বলেছিল, "একজন আশ্রমবাসিনী বনবালাকে যতখুশী হৃদয় দেওয়া যায়—গোপনে তাকে বিয়েও করা চলে কিন্তু রাজসিংহাসনে বসে সামাজিক মর্য্যাদায় নীচু অর্থ-কৌলীন্যে অসমকক্ষকে মানুষ নিজের স্ত্রী বলে স্বীকার করতে পারে না।" কিন্তু তারই জীবন যে একদিন এই নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই কনভোকেশনের পর প্রফেসর বাসুর চায়ের নিমন্ত্রণের ফাঁকে সুমিত্রার দেওয়া আঙটী পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিল।

কিন্তু দুর্যোগ সুরু হয়েছিল ঠিক সেই দিন থেকেই। ডিগ্রি হাতে বাড়ী ফিরে অজয় দেখলো শেয়ার ব্যবসায়ের অনিশ্চিত ওঠা-নামায় সর্বস্ব হারিয়ে অনিরুদ্ধ রায় হার্ট ফেল করে মারা গেছেন।

কিন্তু অজয় সততা আর নিষ্ঠার উচ্চাদর্শে পাওনাদারদের শেষ কপর্দ্দকটুকুও মিটিয়ে দিয়ে পথের ভিখারী হতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

তবু সত্যের পথে চলতে গেলে আসে কত বাধা—কত আঘাত। কথায়-কথায় একদিন একমাত্র বোন অতসীর স্বামী সমরকে সে বলেছিল, "শেষাশেষি জানা গেল বাবার ব্যবসায় অতসীর নামে আড়াই হাজার টাকা খাটছিল। চেষ্টা করেও সেটা উদ্ধার করা গেল না। পৃথিবীতে এইটেই আমার একমাত্র দেনা।" কিন্তু সমরকে সে তখনও ভালো করে চিনতে পারেনি—যখন পারে তখন সেই চেনার মূল্য শোধ করতে অতসী অহরহ চোখের জলে দিন কাটাচ্ছে।

তাই দৈবক্রমে পাওয়া একটি চাকরীর জামীনের জন্য মায়ের শেষ-নেকলেশ বিক্রী করা আর সুমিত্রার দেওয়া আঙটি বন্ধক রাখা আড়াই হাজার টাকা তুলে দিতে পেরেছিল সমরের হাতে।

যার টাকা নেই পৃথিবীতে তার কিছু নেই। একে একে সুখের স্বজন, আত্মীয়, বন্ধু সবাই সরে দাঁড়াতে লাগলো। যে মিঃ মিত্র একদিন অজয়ের হাতে সুমিত্রাকে তুলে দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন—খুলে পড়লো তাঁরও মুখোস—"না, অজয়ের সঙ্গে সুমির বিয়ের কথা আর চিন্তাও করা যায় না। অমন কত বি-এ, এম-এ পাশ রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অজয়ের টাকা নেই—ওর স্থান আর আমাদের সমাজে হতেই পারে না।" তাই পি-এল চৌধুরীর বিলেত ফেরৎ পুত্র মণিময়ের আসা-যাওয়া সুরু হয় মিঃ মিত্রের বাড়ীতে।

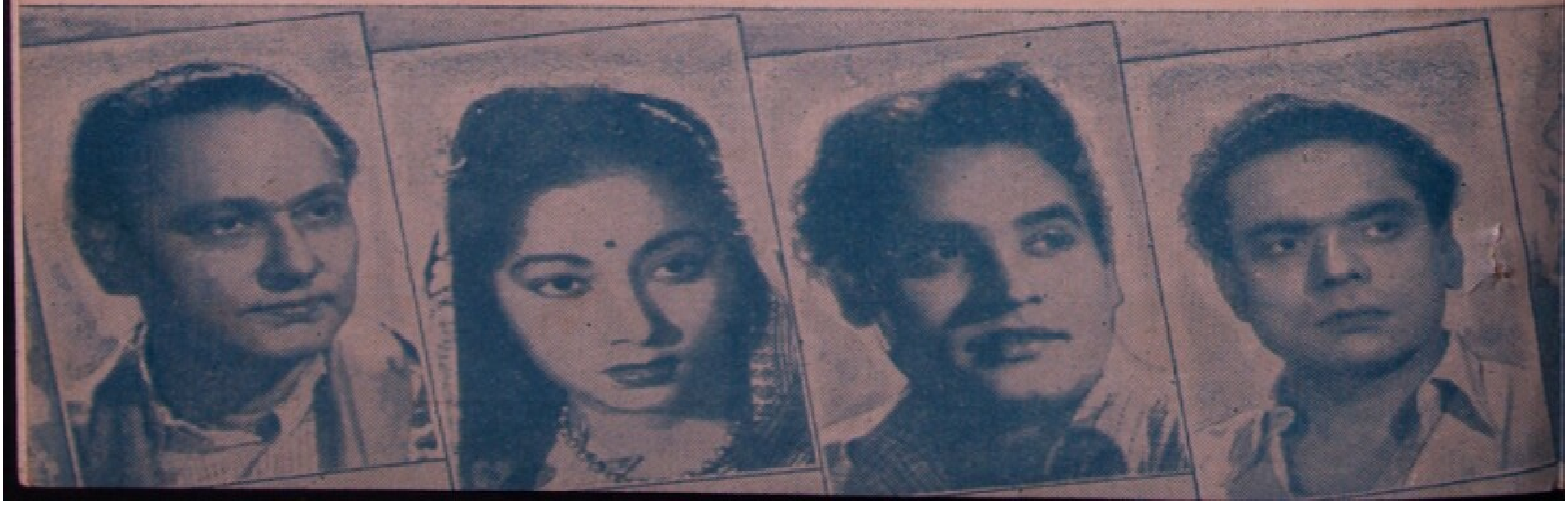

অজয় ভুল বোঝে সুমিত্রাকে। আর সেই ভুলের মাসুল গোনে সুমিত্রার অশ্রু। নির্ম্মম ভাগ্যলিপির নিষ্ঠুর বিধানে তাই সুমিত্রাকে বাধ্য হয়ে মেলা-মেশা করতে হয় মণিময়ের সঙ্গে। জন্মদিনের আসরে গাইতে হয় গান। কিন্তু সে-গানের আড়ালে যে বেদনা লুকানো থাকে তার হিসাব কেউ রাখে না।

এদিকে বস্তির চরম অন্ধকারে দিন কাটতে লাগলো অজয়ের। কোথাও চাকরী খালি নেই। সর্বত্রই শঠতা—কুটিলতা—স্বজন পোষণ। ডিগ্রীর কোনও মূল্য নেই—অধিত বিদ্যার কোনও স্বীকৃতি নেই—মনুষ্যত্বের কোনও সম্মান নেই। তাই অজয়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় এ যুগের আশাহতের জলন্ত জিজ্ঞাসা—"শুধু বঞ্চনা—শুধু মিথ্যা—শুধু কপটতাই যদি জয়ী হয়,—কেন মানুষ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছর কটি এই মিথ্যা শিক্ষার পেছনে নষ্ট করবে?"

হঠাৎ এই চরম বিপদের দিনে দেখা হলো বাল্যবন্ধু শিবুদার সঙ্গে। শিবুদা ষ্টেটবাস-ড্রাইভার। তারই চেষ্টায় অজয় পেলো ষ্টেটবাস-কণ্ডাক্টরের চাকরি।

নিয়তির অদৃশ্য ইঙ্গিতে একদিন ঘটনা-চক্রে দেখা হয়ে গেলো বাস-যাত্রিনী সুমিত্রার সঙ্গে। কিন্তু অজয়ের বিত্তহীন আশ্রমবাসী-মন আর সুমিত্রার অর্থ-কুলীন দুষ্মন্ত-হৃদয়ের এই নাটকীয় পুনর্মিলনে কি দুর্বাসার অভিশাপই সত্যি হয়েছিল—না অজয়ের নতুন টীকাই জয়ী হতে পেরেছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর পাবেন রূপালী পর্দায়।

গান

কথা : **পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়**
সুর : **শচীন গুপ্ত**

নেপথ্য কণ্ঠে : **আল্পনা বন্দ্যোঃ**
তরুণ বন্দ্যোঃ
হীরালাল সরখেল

(১)

প্রশ্ন শুধায় বাসন্তিকা—"কে তুমি ?
পুষ্পরাগে আমায় দিলে কুসুমি ?"
হৃদয় বলে, "হারিয়ে গেছি তাই
আমার রঙে সবারে আজ রাঙিয়ে যেতে চাই
(আহা) রঙ বাহারে উঠুক ভরে বন ভূমি।"
বনের কুহু অবাক আমার গান শুনে
ঝর্ণা নবীন ছন্দ পেলো তাল গুনে ;
হৃদয় বলে, "কুণ্ঠা কেন আর
অভিষেকের জয়ের মালা কণ্ঠে দিও তার
(আজ) দুই মরমে একটি স্বপন যাক চুমি ॥"

(৩)

হায় অতিথি,
এমন করে কাছে এসে—
দ্বিধা কেন বন্ধদ্বারে নাড়া দিতে
কিসের বাধা আমায় পাশে ডেকে নিতে ?
তোমার কান্না-হাসির দলে
মিশিয়ে গেছি পলে পলে
কঠিন দুখের গভীর সুখের ধরণীতে।
তোমার প্রেমের পরশমণির ছোঁয়া লেগে
বুকের মাঝে পরাণ আমার ওঠে জেগে ;
চোখের জলে ধুয়ে আঁখি
পথের পানেই চেয়ে থাকি
অভয় বাজে কণ্ঠ ভরা সুর গীতে ॥

(২)

ভাঙা তরী বেয়ে কত দূরে যাবো আর
ছেঁড়া পালে হাওয়া কবে বল পাবো আর
যে দিকে তাকাই সাগর অথৈ
কোথা আছে তীর বন্দর কই ?
ক্লান্তির ভারে নুয়ে পড়ে সারা প্রাণ
কোথায় সবুজ মাটির মায়ার গান
কোথা তুমি আজ কোথা আমি রই।
যে দিকে তাকাই সাগর অথৈ
কোথা আছে তীর বন্দর কই ?
নিয়তির মেঘে নিভে গেল ধ্রুবতারা
জীবনের পথ আঁধারেতে দিশাহারা,—
প্রেম প্রীতি আর ভালবাসা অভিমান
সাথে সাথে আজ সবি হল অবসান,
ছায়া সঙ্গিনী সরে গেল ওই।
যে দিকে তাকাই সাগর অথৈ
কোথা আছে তীর বন্দর কই ??

★

এই ছবির গানগুলি
এইচ-এম-ভি রেকর্ডে
শুনিতে পাবেন

★

(৪)

নয়নে বহে জল রাধিকা বিহ্বল
বাঁশী বাজবে না।
বৃন্দাবনে শ্যাম নাই শ্রীমতী কাঁদে তাই
অভিসারে বিনোদিনী সাজবে না।
বিহনে কাঁদে শিখী তমালেরি ছায়
জমেছে ধুলা কত ঝুলন দোলায়
কণ্টক মালাতে ছায় চন্দন মুছিয়া যায়
অনুরাগে আঁখি তো আর লাজবে না॥

—সহকারী—

পরিচালনা	: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ	: বীরেণ ভট্টাচার্য্য শঙ্কর চ্যাটার্জি দিব্যেন্দু রায়
শব্দ-গ্রহণ	: চঞ্চল ঘোষ
সম্পাদনা	: মধু ব্যানার্জি
শিল্প-নির্দেশনা	: রবি দত্ত
ব্যবস্থাপনা	: অসিত বোস মাণিক দে
স্থির-শিল্পী	: যামিনী মিত্র
রূপসজ্জা	: জামান
আলোক-সম্পাত	: সতীশ হালদার, কেনারাম ব্রজেন, পাঁচু কেষ্ট দাস

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

ভবানী কলামন্দিরের

আধুনিকা

KANAK DISTRIBUTORS LTD.

শ্রীদেবেন রায় কর্ত্তৃক কণক ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১এ, টেগোর ক্যাশল ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

মূল্য—৵০ আনা